রবীন্দ্র কবিতায় নারী

কৃষ্ণা বসু

রবীন্দ্র কবিতায় নারী - প্রসঙ্গে পাঁচ পুষপ্রতিভা

সেদিন একটি চমৎকার রবীন্দ্রসন্ধ্যায় কবিতা গান আলোচনার আয়োজনে ভরে উঠেছিল সভাস্থল। আমাকে ডাকা হয়েছিল 'রবীন্দ্র চিন্তায় নারী' এই বিষয় নিয়ে বলবার জন্য। আমার বলবার কথার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছিল 'সাধারণ মেয়ে' নামক সেই বিখ্যাত কবিতাটির কথা; 'পুনশ্চ কাব্যের এই কবিতাটিতে নারীর অপমানিত ও পরাজিত র পটিকে দেখাবার পাশাপাশি, ভাবী কালের নারীর যে আত্মপরিচয়ে গরিমাময়ী রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন সেই কথাই বলেছিলাম। আমি বলছিলাম যে, --- এক মালতী নরেশের প্রেমে প্রতারিত হয়ে অন্ধকার ঘরে একা পড়ে পড়ে কঁ াদে। আর সেই মালতীই ঔপন্যাসিক গল্পকার শরৎচন্দ্রকে চিঠি লেখে তাকে নিয়ে একটা গল্প লেখবার জন্য, ---সেই গল্পে মালতী আত্মপরিচয়ে বেড়ে উঠুক মালতী পাশ কক এম. এ; গণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হোক্ সে, বিলেতে বিদেশে তার জন্য ডাকা হোক সম্বর্ধনা সভা, সেই সভায় থাকবেন জ্ঞানী ও গুণী মানুষেরা, সেই সভায় এক প্রান্তে এসে দাঁড়াক নরেশ তার উপাসিকা মণ্ডলীকে নিয়ে। সে সভায় 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা জমে উঠেছিল, সেখানে শ্রোতাদের মধ্যে এক অধ্যাপিকা প্রশ্ন করে উঠলেন, 'যে মালতী প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন, তাঁর নরেশের প্রেমের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে?' এই প্রশ্নের সামনে কিছু হতচকিত দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের আলোচনা। বাড়ি ফিরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের অগ্রগণ্যতম ব্যক্তিত্ব, পরম শ্রদ্ধেয় কবি শঙ্খ ঘোষকে দূরভাষে এসে এবিষয়ে প্রশ্ন করি। কবি শঙ্খ ঘোষ সব কথাটি মন দিয়ে শোনেন এবং প্রশ্নের বিষয়ে যা আমাকে বলেন তা আমি যেমন ভাবে বুঝেছি তা একটু সংক্ষেপে বলে নিই। আলোচনার স ার কথাটি হল এই -ই যে, --- যে মালতী প্রেমে প্রতারিত হয়ে কাঁদে আর যে মালতী গণিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে সম্ বর্ধনা পায় গুণী জ্ঞানীদের কাছে বিদেশে, দুজনেরই ভালোবাসার তো দরকার আছে -ই। কিন্তু প্রশ্ন হল প্রেমে প্রবঞ্চনা পেয়ে কোনো কোনো মানুষ আবার উঠে দাঁড়ায়, কেউ সাংগাতিক ভেঙে পড়ে। বাঁচার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে কারো ক্ষেত্রে বা ত া আত্মধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সব আলোচনার থেকে কথা ঘুরে যায় অন্যতর দিকে, রবীন্দ্রকবিতায় নারীভাবন ার অন্যান্য দিক নিয়েও কথা হয়। রবীন্দ্রনাথ যে নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবারজন্য ডাক দিয়েছেন প্রিয় কবি আমাকে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দেন।

রবীন্দ্রকবিতায় সমগ্র রবীন্দ্র জীবনবোধ বারে বারেই প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। অতবড় এক চিন্তাবিদ ঋষি দার্শনিক কবির কবিতায় মানবজীবনদর্শন যে সহস্র কোণ থেকে আলো পেয়ে ঝলমলিয়ে উঠবে, সে কথা তো আমরা জানিই। কথা হচ্ছিল প্রখ্যাত চিত্রকর শুভাপ্রসন্নের সঙ্গে। একটি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যাচ্ছিলাম আমরা। আমি তাঁর শিল্পকলার -ও অনুরা গিনী একজন। বাঁশিওয়ালা নামের অতি বিখ্যাত সেই রবীন্দ্র কবিতাটির কথা - প্রসঙ্গ - ক্রমে এসে পড়ল, কবিতাটি শুভ াপ্রসন্ন এবং আমার দুজনারই খুবই প্রিয় কবিতা। সেই সব অনিবার্য চরণের কথা মনে পড়ল দুজনেরই, 'ঘরে কাজ করি শ ান্ত হয়ে;/ সবাই বলে 'ভালো'। / তারা দেখে আমার ইচ্ছার নেই জোর, / সাড়া নেই লোভের, / ঝাপট লাগে মাথার উপর---/ ধুলোয় লুটোই মাথা। / দুরন্ত ঠেলায় নিষেধের পাহারা কাত করে ফেলি/ নেই এমন বুকের পাটা;/ কঠিন করে জানিনে ভালোবাসতে, / কাঁদতে শুধু জানি, / জানি এলিয়ে পড়তে পায়ে।' --- নারীর সামাজিক এই অবস্থানের

থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাঁশিওয়ালাকে সে রাখতে চয়েছে বাঁশির সুরের দূরত্বে। আমি কিছু বলবার আগেই সংবেদনশীল শিল্পী শুভাপ্রসন্ন বলেন, 'লক্ষ্য করেছেন কৃষ্ণা, এই মেয়ের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কথা কবি বললেন না, মেয়েটিকে বেদনার মাধুর্যের আড়ালে রেখে দিলেন!' আমি তার উত্তরে বলি মেয়েটির হৃদয়ের আকূতির কথাই এখানে তো রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন।। শুভাপ্রসন্ন আমার সঙ্গে একমত হন। চমৎকার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলতে থাকনে, 'রবীন্দ্রনাথ আসলে সৌন্দর্যের সাধক, সুন্দরের পূজারী; আর লক্ষ্য করবেন সারা জীবন এত বিয়োগান্ত ঘটনার তীব্র অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁর, যাঁকে ভালোবাসেন, তাঁরই সঙ্গে যাকে যাকেভালোবেসেছেন তার তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে তাঁর, -- অমে াঘ মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে; তাঁর কবিতায়, নারী - ভাবনায় বেদনার মাধুরী একেবারে ভরে ভরে উঠেছে। আমি শিল্পী রঙ বুঝি, রেখা বুঝি; রহস্যঘনতা বুঝি; রবীন্দ্র নারী - ভাবনায় সেই রহস্যময় রঙ রেখাকেও অনুভব করি কৃষ্ণা!' এরপর গাড়ি ছুটতে থাকে দূর অনুষ্ঠান ক্ষেত্রটির দিকে। ড্রাইভার ছেলেটি উদ্যোক্তা ছেলেটির সঙ্গে গল্প করতে থাকে। আমরা দুজন চুপ করে বসে থাকি। আমাদের ঘিরে থাকে রবীন্দ্র অনুষঙ্গের মায়া।

একটি জমায়েতে দেখা প্রিয় শিল্পী শ্রীকান্ত আচার্য - এর সঙ্গে, সেখানে কবিতার আবৃত্তিতে ছিলেন বিখ্যাত আবৃত্তিকারেরা আর ছিল শ্রীকান্তর সুরেলা কণ্ঠের মায়াবী গানগুলি। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতাটি আবৃত্তি করলেন এক আবৃত্তিশিল্পী। তঁ ার মরমী কণ্ঠের উচচারণে তখন অভিভূত সভাস্থল, --- 'শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী / মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি , / রাঁধার পরে খাওয়া আবার খাওয়ার পরে রাঁধা / বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা।' শ্রীকান্ত আমার প াশে বসে ছিলেন। আমি তাঁর দিকে মৃদু ঝুঁকে বলি, 'শ্রীকান্ত, এত দরদ মমতা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার কবিতায় মেয়েদের অসহায়তাকে ধরেছেন, এত সংবেদনা তাঁর, অথচ নিজের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন কম বয়েসেই।' শ্রীকান্ত নিম্ন কণ্ঠে বলে, সভা চলছিল তখন, 'কৃষ্ণাদি, মেয়েদের বিয়ে কবি দিয়েছেন সেটা তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসঙ্গ, কিন্তু দেখুন স্ত্রীর পত্রর মতো লেখা তো লিখেছিলেন। যেখানে লিখতে পারলেন, 'ইতি তোমাদের চরণ - তলাশ্র য়ছিন্ন মৃণাল।' -এই মেজো বউ মৃণালকে তখনকার দিনে চিত্রিত করে তোলা তো সাংঘাতিক স্মরণীয়ঘটনা। কিন্তু আরো একটা কথা লক্ষ্য করবেন কৃষ্ণাদি, মৃণালের পরবর্তী অর্থনীতি কী হয়েছিল; কোন্ বাস্তবের মাটির ওপর পা রেখেমৃণাল দঁ াড়িয়েছিল, তার কথা কবি বলেননি!' অবশ্য, 'যাব না বাসর কক্ষে বধূ বেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী- / আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।' একথাও লিখতে পেরেছেন। এইসব ব্যক্তিগত কিন্তু স্মরণযোগ্য আলাপচারিতা আজ মনে পড়ছে রবীন্দ্র কবিত ায় নারীএই প্রসঙ্গে কে কী ভাবছেন, এই বিষয় নিয়ে লিখতে বসে।

কথা হচ্ছিল প্রিয় সাহিত্যব্যক্তিত্ব, অতিপ্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি তাঁর সহাস্য সহজ কথাবলার ভঙ্গিতে বললেন, 'রবীন্দ্র কবিতায় নারী', এসব তো মাস্টারমশাইদের বলবার লেখবার বিষয়'। তারপর কথাবার্তা এগোতে থ াকলে জানালেন 'সাধারণ মেয়ে' কবিতার প্রসঙ্গ আসাতে, 'দেখো, ঐ মেয়ের, প্রেমের প্রয়োজন আছে! কেউ কেউ অবশ্য প্রেম ছাড়াই জীবন কাটানোর কথা ভাবে। আমি মালতীদের অন্যরকম ভাবেই ভাবি!' তারপর স্বভাব - সিদ্ধ পরিহাস প্রিয়তায় বললেন, 'এইসব সাক্ষাৎকার টারের সময় এই আড্ডা' -- বলে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। কিন্তু তাঁর ঐ সামান্য কথাকটির মধ্যে লুকিয়ে ছিল অসামান্যের বীজ-ও। লেকটাউন বইমেলায় অভিনেতা, জনপ্রিয়তম ফিল্ম ব্যক্তিত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। পাশাপাশি বসে অনুষ্ঠান আরম্ভের আগে চমৎকার জমে উঠেছিল সেদিন আড্ডা। কথায় কথ ায় সৌমিত্রদা বললেন, 'রবীন্দ্র কবিতায় নারী বলতে শুধু মেয়েদের বেদনার দিক তোমাদের মনেপড়ে, কেন, কৃ ষ্ণা? রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এইসব রচনা -ও কি মনে পড়ে না তোমার, 'হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা-/ রক্তে মোর জাগে দ্রবীণা। / অথবা মনে পড়ে না 'দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন / কেন নাহি করি আহরণ / প্রাণ করি পণ?' --এই প্র াণপণ লড়াইটা মেয়েদের, ---এ ও তো রবীন্দ্রনাথই দেখিয়েছেন আপনাদের, তাই না?' --- সৌমিত্রদার ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের, কণ্ঠস্বরের, কবিতা বলার যাদুতে সম্মোহিত বসে থাকি আমরা কজন।

পাঁচজন সাংস্কৃতিক প্রধান ব্যক্তিত্বের 'রবীন্দ্র কবিতায় নারী'--- ভাবনার কথা এখানে সহজ স্মৃতিতে উৎসারিত হয়ে এল। এ একেবারে পঞ্চ - পুষ - প্রতিভার ভাব - ভাবনা আলো ; --- যে আলোর প্রদীপ হাতে নিয়ে প্রবেশ করাই যেতে পারে 'রবীন্দ্র কবিতায় নারী' এই ভাবনার গভীর গহনে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com